পৃথিবীর পরম আশ্চর্য্য

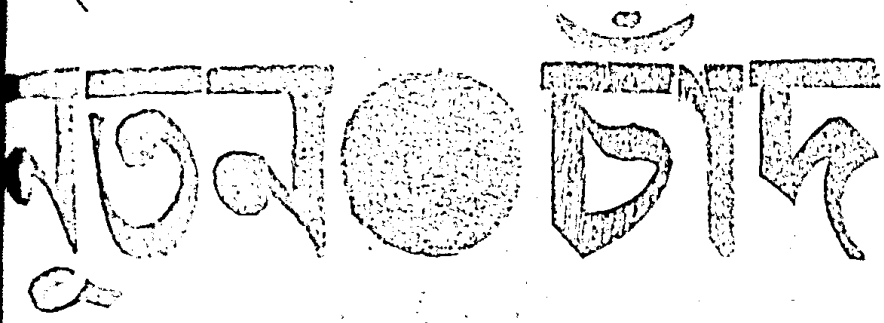

শূন্যলোকের দিকে মানুষের
বিজয় অভিযান!

কৃত্রিম উপগ্রহের আকাশ
পরিক্রমা!

ভারতে নেতাজীর আগমন, গিন্নীর দাবী, আগমনী সঙ্গীত,

—প্রণেতা—

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—/০ আনা

খুদে চাঁদ

শুনেছ কি শুনেছ কি নূতন খবর ভাই,
মহাশূন্যে পাড়ি দেবার দেরী যে আর নাই ॥
অক্টোবরের চার তারিখে রুশ বৈজ্ঞানীগণ।
আকাশে যে চাঁদ তুলেছে ঘুরছে অনুক্ষণ ॥
কেউ দেখেছে খালি চোখে কেউবা দূরবীণে।
কেউবা তাহার পথ বুঝেছে রেডিওতে শুনে ॥
যেথায় সব বিজ্ঞানবিদ্ সাধনাতে রত।
একীর্ত্তিরে আশীষ তারা করছে অবিরত ॥
নব্বইসের ওজনের এই এ নূতন চাঁদ।
সব গ্রহেরে ধরার লাগি পাত্‌ছে যে এক ফাঁদ ॥
ঠাকুর মায়ের রূপকথাতে চাঁদামামার মানে।
ক্ষয় লাগিল জেন এবার এই এ অভিযানে ॥
জবর খবর বিজ্ঞানীরা রুশ দেশেতেই বসে।
চাঁদের বুকে হান্‌বে এবার এটমবমই কষে ॥
হয়তো এবার বিজ্ঞনীই করবে শূন্য জয়।
নয়তো এটম ফিরে এসে কর্‌বে মোদের লয় ॥
খোকা চাঁদের গতি বেগের তুলনা না হয়।
হাওড়া হতে দিল্লী ঘুরে ফিরতে সেকেণ্ড ছয় ॥
দেড় ঘণ্টায় পৃথিবীরে ঘুরছে সে একবার।
মিনিটে সতের হাজার মাইল বেগ তার ॥

সবে ছোঁড়া ক্ষুদে চাঁদের বাহার খানি কত ।
মানুষ গড়া চাঁদ উঠবে এবছরেই শত ॥
তাই বল্‌ছি চাঁদা মামার খাতির যাবে ভাই ।
মজার ব্যাপার এদুনিয়ায় তুলনা এর নাই ॥

বিজ্ঞানে সোভিয়েটের সার্থক প্রচেষ্টা

আপন কক্ষপথে বিচরণ শীল উপগ্রহ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে বেতার সঙ্কেত প্রেরণ।

মানব-সৃষ্ট প্রথম উপগ্রহের আকাশ ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছে!

রাশিয়া শূন্যলোকে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে এবং উহা এখন পৃথিবীর ৫৬০ মাইল উর্দ্ধে থাকিয়া প্রতি এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। উপগ্রহটির ব্যাস প্রায় ২২ ইঞ্চি, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে সূর্য্যের রশ্মিতে উহা সাধারণ ক্ষুদ্রাকৃতি দূরবীণে দেখা যাইবে।

উপগ্রহটী ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে উহার ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে। উপগ্রহের এই সফল আকাশ-যাত্রা মানুষের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এক অমূল্য অবদান রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

১২-৪ মিনিটে উপগ্রহটী দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানে অঞ্চলের উপরে ২৮ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে ও ২৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ছিল। ১-৪৬ মিনিটে মস্কো অঞ্চল অতিক্র করিবার পর হইতে উপগ্রহটী প্রায় সড়ে ছয়বার পৃথিবী প্রদক্ষি করিয়াছে। একবার পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিতে ইহা ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট ২ সেকেণ্ড সময় লাগিতেছে।

উপগ্রহের মধ্যে যে বেতার যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে, তা অবিরত বেতার সঙ্কেত পাঠাইয়া চলিয়াছে।

শনিবার ছুইবার কৃত্রিম উপগ্রহ কলিকাতা অতিক্র করিয়াছে।

সোভিয়েটের উপগ্রহটী দেখিতে গোলাকার ব্যাস ২৩ ইঃ ওজন ১৮০ পাউণ্ড, গতি ঘন্টায় ১৮ হাজার মাইল।

অবস্থান পৃথিবীর প্রায় ৫৬০ মাইল উর্দ্ধে; আবর্তন কা ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট রেডিও তরফ দৈর্ঘ্য ১৫ ও ৭ ১/২ মিটার ফ্রি ২০, ০০৫ ও ৪০, ০০২ মেগা সাইকল; বিষুবরেখার সহিত ক পথের কোণ ৬৫ ডিগ্রি।

যাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবুদ্ধি নাই, তাঁহারা কিভাবে কৃ চন্দ্রটী দর্শন করিবেন, সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ভূ বিজ্ঞানবর্ষ অনুষ্ঠানের জনৈক মুখপাত্র বলেন সূর্যো সূর্য্যাস্তের সময় আকাশের দিকে তাকাইলে প্রতি সে সোয়া ডিগ্রি বেগে ধাবমান একটী তারকার ন্যায় দে পাইবেন। অথবা চলমান একটী আলোকবিন্দুসহ বহু উড্ডীয়মান একখানা ছোট বিমানের কথা স্মরণ ক আকাশের দিকে তাকাইবেন।

ধাবমান কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে বেতারে ছবি প্রেরণ।

ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল পরিক্রমা সম্পূর্ণ।

"বিপুল বেগে ধাবমান কৃত্রিম উপগ্রহটী তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের ছবি এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বেতার যোগে পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম রবিবার রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার মধ্যে মানব-সৃষ্ট শিশু চন্দ্রটি পৃথিবীকে ২৬বার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছে।

উহা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মাইলেরও বেশী অর্থাৎ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের দ্বিগুণেরও বেশী প্রমাণ করিয়াছে।"

সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় কৃত্রিম উপগ্রহ পরিদৃষ্ট।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে উপগ্রহ পরিদর্শনের সংবাদ।

"মহাকাশে নিক্ষিপ্ত সোভিয়েটের কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী প্রদক্ষিণের তৃতীয় দিনে সোমবার সূর্য্যাস্তের অব্যাহতি পরে কলিকাতায়ও উহা পরিদৃষ্ট হয়। কেবল মাত্র কৃত্রিম উপগ্রহটী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে না। যে রকেটটী উহাকে শূন্য-লোকের দিকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, উহাও এখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

কলিকাতায় পরিদৃষ্ট

"উত্তর কলিকাতার কোন কোন ব্যক্তি সোমবার ৬-৩১ মিনিট নাগাদ তাঁহারা দক্ষিণ দিগন্তে শিশু চন্দ্রটীকে দেখিতে পাইয়াছেন। ঠিক সে সময়ে ডাক ও তার বিভাগের বেতার ঘাটিতেও উপগ্রহটী হইতে সঙ্কেতধ্বনি আসিয়া পৌছছিতেছিল।

জনৈক যুবক তাঁহার শক্তিশালী সাধারণ দূরবীণের সাহায্যে উপগ্রহটী পরিস্কার ভাবে দেখিতে পান।"

কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রহে উপগ্রহে ভ্রমণের সুযোগ।

* কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহলোকে যাতায়াত মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। *

অতিকায় রকেট সমূহ যাত্রী লইয়া গ্রহে উপগ্রহে উপনীত হইবে।

অধ্যাপক পকরোভস্কী দীর্ঘকাল যাবৎ নভোলোক ও গ্রহান্তরে ভ্রমণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন গত শুক্রবার যে উপগ্রহটী শূন্যলোকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার দ্বারা বিভিন্নরূপ গবেষণা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপগ্রহ পৃথিবীর আকৃতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মধ্যাকর্ষণের শক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এই উপগ্রহটী সম্পর্কে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাইতে পারিয়াছেন। এতদ্বারা বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হইল।

এই উপগ্রহটী কেবল মাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃতিত্বের কথাই ঘোষণা করিতেছেনা। প্রকৃতিকে জয়কারীর সাধনায় ইহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতারও প্রতীক।"

কলিকাতায় কৃত্রিম উপগ্রহ দেখিবার হিড়িক

"ব্যোমপথে সোভিয়েটের কৃত্রিম উপগ্রহ আপনকক্ষে পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরহইতে কলিকাতায় ঐ উপগ্রহ দেখিবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। খালি চোখে ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ দেখা আদৌ সম্ভব নহে—বিজ্ঞানবিদ্‌দের এই সুস্পষ্ট বিবৃতি সত্ত্বেও কলিকাতায় অনেকে খালি চোখে উপগ্রহ দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। মঙ্গলবার সকালবেলা—দ্বিতীয়বার —কৃত্রিম উপগ্রহ কলিকাতার আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইবে মস্কো হইতে এই সরকারী ঘোষণাটি সারা দিন বহু লোককে আকাশে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে অনুপ্রাণিত করে।

ফল দাঁড়ায় এই যে, সন্ধ্যার দিকে বহু ব্যক্তি সংবাদপত্র অফিসে আসিয়া জানান যে, তাঁহারা ঐ দর্শনদুর্ল্ভ বস্তুটি দেখিতে পাইয়াছেন। যে যে সময় তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহার ব্যবধানও রকমারি এবং মস্কো ঘোষিত সময় নির্ঘণ্ট হইতে উহার বৈষম্যও অনেকখানি। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মস্কোঘোষিত সময় নির্ঘণ্টটি নির্ভুল।

মঙ্গলবার রাত্রি সাত ঘটিকায় এক ব্যক্তি ফোনযোগে জানান, তিনি কোন সুউচ্চ অট্টালিকা হইতে ঐ বস্তু দেখিয়াছেন—দেখিয়াছেন খালি চোখেই।

কলিকাতার এক অধ্যাপিকা আমাদের পত্রযোগে জানাইতেছেন যে, সেদিন বেলা ৬টা ১০ মিঃ নগাদ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমরা

বাইনাকুলার ছাড়াই খালি চোখে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিগন্তে কৃত্রিম উপগ্রহটি দেখিতে সক্ষম হয়েছি। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রায় একটি পিং পিং বলের সাইজ আর সম্ভবতঃ পশ্চিম দিগন্তের প্রখর সূর্য্যালোকের জন্য অত্যুজ্জল না দেখালেও স্থির হলুদ রঙ স্পষ্টই বোঝা গেছে। অতি-শ্বাস্য-দ্রুতগতিসম্পন্ন এই গ্রহটি প্রায় এক মিনিটের কিছু বেশী আকাশে ছিল, পরে সাদা হয়ে মিলিয়ে যায়।"

(সংক্ষিপ্ত) আনন্দ বাজার পত্রিকা

বেকারত্বের অবসান

স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র পন্থা যদি আমাদের প্রকাশিত ।০ সিরিজ গুলি উচ্চ কমিশনে বিক্রয় করেন।

ক্যানভাসার চাই!

= পশুপতি বুক ডিপো =

-পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক-

৩৩১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

সকল রকম যাত্রা ও থিয়েটারের নাটক, নভেল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

অর্ডার দিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া থাকি

"দি নিউ পশুপতি প্রেস" ৩৩১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।